• ০৮ 050
৫২
তারিখ ... 25 OCT 1985 ...
পৃষ্ঠা... ...1... কলাম ...2... ...

দৈনিক বাংলা

৩০ হাজার প্রাইমারী স্কুল-বাড়ি কাঁচা

।। হাসান হাফিজ ।।

রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ৩০ হাজারেরও বেশি প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা নড়বড়ে কাঁচা বাড়িতে পড়াশোনা করছে। কাঁচা ঘর, মাটির মেঝে, টিনের চাল, বাঁশের বেড়া— সব মিলিয়ে এক প্রতিকূল পরিবেশে স্কুল চলছে।

জীর্ণদশা বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ছয় হাজারেরও বেশি। টাকা-পয়সার অভাবে এসব স্কুলের উন্নয়ন কবে হবে তা কেউ বলতে পারে না। অধিকাংশ স্কুলই কোনমতে টিকে আছে। শুধুমাত্র কাঠামো সম্বল করে, চাল, বেড়া, দরজা জানালায় জোড়াতালি দিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে টিকে আছে অনেক স্কুল। এছাড়া ঝড়, বৃষ্টি, বন্যায় প্রত্যেক বছরই বেশ কিছুসংখ্যক স্কুল-বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিপুল ব্যয় সংস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় এসব হতশ্রী স্কুলের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

গতকাল রাজধানীর কয়েকটি স্কুলে দেখেছি কিরকম বিপজ্জনক অবস্থায় ক্লাস চলছে। সিদ্ধেশ্বরী বয়েজ হাইস্কুলের টিনের চাল নড়বড়ে। দেখলেই বুক কাঁপে। শিক্ষকরা ভিড় করলেন। বললেন, দেখে যান কি অবস্থায় আমরা আছি। বিশেষ করে জগন্নাথ হল ট্র্যাজেডির পর থেকে আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি। বাঁশের বেড়ায় ঠেকা দিয়ে রাখা হয়েছে কয়েক বছর ধরে। ঝড়-তুফান, বৃষ্টিতে স্কুল কখন যে ভেঙে পড়ে তার ঠিক নেই।

শেরে বাংলা গার্লস স্কুল ও কলেজের (সাবেক নারীশিক্ষা মন্দির) ছাত্রী সংখ্যা দুই হাজার। পুরনো ঢাকার দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা প্রধানত এখানে পড়ে। প্রাথমিক স্কুলও এখানে রয়েছে। গত বছর দোতলার ছাদ ভেঙে গিয়েছিল। গত পয়লা বৈশাখে ভেঙে পড়া একটি টিনের ঘর এখনো সেই অবস্থায় রয়েছে। অধ্যক্ষ জানান: কলেজের উন্নয়নে কোন সরকারী সাহায্য ওরা পাচ্ছেন না। ফলে প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে খরচ করতে হচ্ছে লাইব্রেরী ফান্ড, পুওর ফান্ডের টাকা।। টাকার অভাবে ভবন নির্মাণের

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

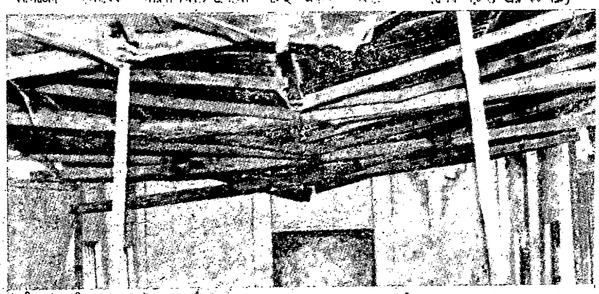

সিদ্ধেশ্বরী বয়েজ হাইস্কুলের একটি ক্লাস রুম। ঝুলে পড়েছে কড়িবরগা, আর ক্লাস চলছে এই পড়ো পড়ো ছাদের নীচেই (উপরে)। নড়বড়ে টিনের ঘর কোন রকমে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা নীচে)

—ওয়াসে আনসারী

দৈনিক বাংলা
তারিখ ... 25 OCT 1985 ...
পৃষ্ঠা... ...1... কলাম ...2... ...

৩০ হাজার স্কুল

(১ম পৃঃ পর)

কাজ অসমাপ্ত পড়ে আছে অনেকদিন।

নিজস্ব ভবনের অভাবে কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজ অন্যের ভবনে চালাতে হচ্ছে এমন নজিরও আছে। মতিঝিলের একটি স্কুলে তিনটি স্কুলের কাজ চালানো হচ্ছে।

এ ধরনের বহুমুখী অভিযোগ রাজধানীর আরো অনেক স্কুল থেকে পাওয়া গেছে। নির্মাণের অত্যধিক ব্যয়ভার বহন করতে না পারায় কর্তৃপক্ষ ভাঙাচোরা ঘর-বাড়ির মধ্যেই ঝুঁকি নিয়ে কাজ চালাচ্ছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানান: গত পাঁচ বছরে ১২ হাজার সরকারী প্রাথমিক স্কুলের উন্নয়ন করা হয়েছে। এসব স্কুলের জন্যে তৈরি করা হয়েছে নতুন ভবন, অনেক ক্ষেত্রে স্কুল বাড়িতে করা হয়েছে প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজ। বিশ্বব্যাংকের অর্থানুকূল্যে গত জুলাই থেকে আরো ১২ হাজার সরকারী প্রাথমিক স্কুলের উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচী সমাপ্ত হতে সময় লাগবে পাঁচ বছর। উন্নয়ন করা দরকার এমন আরো ১২ হাজার সরকারী প্রাথমিক স্কুলের কাজ হাতে নেয়া হবে ১৯৯০ সালের পর।

সূত্রটি জানান: সরকারী প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গে কিন্ডারগার্টেনের গুণগত, পরিবেশগত ব্যবধান কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার ২২টি স্কুলের চারতলা ভবন নির্মাণ করে দিচ্ছেন। সবকটি স্কুলই পুরনো ঢাকায় অবস্থিত। আগামী বছরের মাঝামাঝি নাগাদ সবকটি ভবনেরই নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। চলতি বছরই আরো ৩০টি প্রাথমিক স্কুলের ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবে।

শিক্ষানুরাগী ও অভিভাবক মহলের অভিমত: বেসরকারী স্কুলগুলিতেও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ অন্ততঃ ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে জরুরী ভিত্তিতে সরকারের এগিয়ে আসা উচিত।